কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার ◆ দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫

শিক্ষার্থীদের মাঝে হেড অব ডিএফআইডি মিশন-বাংলাদেশ সারা কুক

ডিএফআইডি প্রতিনিধি দলের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরব ও সাহসী ভূমিকায় সরাফপুর ইউনিয়নবাসী

খুলনা জেলায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ডিএফআইডি-এর প্রতিনিধি দল। পরিদর্শক দলে ছিলেন হেড অব ডিএফআইডি মিশন-বাংলাদেশ সারা কুক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইও নওবানি, এডুকেশন এডভাইজার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া এবং প্রোগ্রাম অফিসার আফরোজা আই চৌধুরী।

প্রতিনিধি দল ১০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ডুমুরিয়া উপজেলার আওতাধীন সরাফপুর ইউনিয়নের টাউন সরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধিদল সরাফপুর ইউনিয়ন পরিষদে এসএমসি, পিটিএ, জনপ্রতিনিধি, অভিভাবকবৃন্দ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় সারা কুক বলেন, একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং আপনাদের কথা শুনে মনে হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরব ও সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সরাফপুর ইউনিয়নবাসী। তিনি আরো বলেন, আমরা আপনাদের কথা সরকারসহ বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরব, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়।

টাউন সরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন

পরিদর্শক দল সরাফপুর ইউনিয়নের টাউন সরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে প্রতিনিধিদল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৩-এর আওতায় প্রাপ্ত সহায়তা, গৃহীত উদ্যোগ, সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণের উপায়সমূহ নিয়ে মতবিনিময় করেন। এরপর প্রতিনিধিদল প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিনিধি দল শিক্ষকের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তারা বিদ্যালয়ে দলীয় শিখন পদ্ধতি অনুশীলন, পাঠদান কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্তৃক উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার, চারু ও কারু বিষয়ক কার্যক্রম দেখে অভিভূত হন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে ডুমুরিয়া উপজেলার সরাফপুর ইউনিয়ন পরিষদে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আশ্রয় ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী বনশ্রী ভান্ডারী সংক্ষিপ্ত আকারে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রতিফলিত হয়।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরব ও সাহসী ভূমিকায় সরাফপুর ইউনিয়নবাসী

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে গৃহীত উদ্যোগ :

- বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাইকিং ও স্থানীয় টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির প্রবণতা বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন। এতে বিদ্যালয়ের ছোটখাটো সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।
- বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়গুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- শিক্ষা কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য শিক্ষামেলা আয়োজন করা হয়েছে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দেনদরবার করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের মাঠ খেলাধুলার উপযোগী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় মাঠ ভরাট করা হয়েছে।
- কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বাদ্যযন্ত্র ও খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে সুন্দরভাবে এসেম্বলি হচ্ছে এবং পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে।
- প্রায় সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শিশুদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয় চত্বরে বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ঝরে পড়া রোধ, নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত ও বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত মা সমাবেশ হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বেড়েছে।
- কিছু কিছু বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে শিশুর নিরাপত্তাসহ বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন আশ্রয় ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী বনশ্রী ভান্ডারী, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক ও উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক।

জামিল মুস্তাক

কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন গর্বের প্রতিষ্ঠান

সিরাজগঞ্জ জেলায় দুইটি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ধীরে ধীরে ইতিবাচক পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে। এর ফলে কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে। সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ঝাঐল ইউনিয়নের কোনাবাড়ি গ্রামে কোনাবাড়ি ইসাহাক উচ্চ বিদ্যালয়ের দান করা জায়গায় ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়টি। ২০১৩ সালে গঠিত হয় ঝাঐল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। ওই গ্রুপের সদস্য হন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রবিউল আলম।

এসএমসি, পিটিএ, সকল স্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়। এখন বিদ্যালয়ে একটি সাংস্কৃতিক দল তৈরি হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে। সবল ও দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীরা দলীয়ভাবে বসে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ে রয়েছে বিশাল খেলার মাঠ। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে দেওয়াল লিখন ও ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিগুলো শিশুদের আকর্ষণ করে। এসব কাজের মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে একটি ফাইল ক্যাবিনেট প্রদান, ডাস্টবিন স্থাপন, ভূগোলক প্রদান, বাগান তৈরি ইত্যাদি উদ্যোগের ফলে

বিদ্যালয়ের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

এটি শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে সকল ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মোবাইল ফোনের নম্বর সম্বলিত রেজিস্ট্রার খাতা। যে কোনো প্রয়োজনে বিদ্যালয় থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এসএমসি, পিটিএ সদস্যরা বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। বিদ্যালয়ের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ জনগণ, শিক্ষা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে কাজ করছে। বিদ্যালয়টিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায়ই এ বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।

আরিফুল ইসলাম

ভোলায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে স্কুলগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে

ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়া এবং তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ও লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পর এসব এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

চাঁচড়া ইউনিয়নে ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে আছে ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়ায় ১৬টি ও চরসামাইয়া ইউনিয়নে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৩টি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় মা সমাবেশ,

ছবি এঁকে সাজানো শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

এসএমসি'র মিটিং, এসএমসি-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে ওয়াচ কমিটির মিটিং করায় বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বি গ্রেড থেকে এ গ্রেডে এবং সি গ্রেড থেকে বি গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে। যেমন বইয়ের সঙ্গে মিল রেখে দেয়ালে ছবি আঁকা এবং শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি টানানো হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে শ্রেণি অনুযায়ী নীতিবাক্য লেখা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো মনীষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের বসার কক্ষ মনীষীদের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। এসএমসি'র তালিকা, শিক্ষক পরিচিতি, বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ওয়াচ কমিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের মৌলিক তথ্যবোর্ডে শিক্ষকদের দায়িত্ব, এসএমসি'র দায়িত্ব, অভিভাবকদের দায়িত্ব, এলাকার

বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের সাফল্যে পাওয়া পুরস্কার এবং শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ

জনপ্রতিনিধিদের দায়-দায়িত্ব এবং ওয়াচ কমিটির দায়িত্বসহ আরো কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যালয়ের বাইরে ফুলের বাগান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত পোশাক ও স্কুলের নামের ব্যাজ ব্যবহার চালু করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে এখন নিয়মিত এসেম্বলি করা হয়। এতে জাতীয় সংগীত, শরীর চর্চা, শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এছাড়াও ইতোমধ্যে বিভিন্ন রকমের কাজ যেমন শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান, কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, গণশুনানি ও শিক্ষামূলক নাটক পরিবেশন, বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

কমিউনিটি ওয়াচ এলাকায় এখন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। অভিভাবকরা আগের থেকে সচেতন হয়েছেন। তারা এখন মাঝে-মধ্যে স্কুলে এসে খোঁজখবর নিচ্ছেন। কোনো শিক্ষার্থী ২-৩ দিন না এলে শিক্ষকরা খোঁজখবর নেন। এসএমসি সদস্যরা নিয়মিত মিটিং করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সময়মতো বিদ্যালয়ে আসেন।

হারুন উর রশীদ

জামালপুরে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকায়

বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯নং ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় অবস্থিত। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলজার হোসেন একজন কর্মদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। তার নেতৃত্বে এসএমসিসহ অন্যান্য কমিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও মা সমাবেশ আয়োজনের ফলে স্থানীয় জনগণ এ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখছেন বলে প্রধান শিক্ষক জানান। এর ফলে বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি বছর সমাপনী পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। এমনিভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ের উন্নয়নমুখী নানা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক গোলজার হোসেনের প্রচেষ্টায় এসএমসি সক্রিয় হয়েছে, এলাকার লোকজন লেখাপড়া সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ সাফল্যের জন্য তিনি প্রথমেই ধন্যবাদ জানান ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটিকে। তিনি বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি কীভাবে এলাকার লোকজনকে সচেতন করতে হয়, কীভাবে অভিভাবকদের সচেতন করতে হয়। এসব কিছুই আমি শিখেছি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ই এ ধরনের কার্যক্রমের ফলাফল পেতে শুরু করেছে।

আবদুল হাই

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ছোঁয়ায়

বদলে যাচ্ছে মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মেহেরপুর জেলার আমঝুপি, আমদহ, মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১১ সালে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করে। বর্তমানে এই কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সঙ্গে সভা, মা সমাবেশ, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সভা, কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, হাতের লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিতকরণ, কবিদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে পাঠদান, শতভাগ বিদ্যালয় ভর্তিসহ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ফলে আমঝুপি, আমদহ, দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের ৫১টি বিদ্যালয় বদলে যাচ্ছে, বিদ্যালয়গুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হচ্ছে। ঝরেপড়া রোধের চেষ্টা অব্যাহত আছে। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে শিশুরা আকৃষ্ট হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত হচ্ছে। অভিভাবক, শিক্ষক ও এসএমসি'র মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে বর্তমানে কমিউনিটিতে বিভিন্নভাবে অনুদানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ফুলের বাগান তৈরি, আসবাবপত্র ক্রয়, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ক্রয়, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে স্থানীয় জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সঙ্গে শিক্ষকরা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করছেন।

বিশেষ করে আমঝুপি ইউনিয়নের গন্ধরাজপুরপাড়া, খোকসা, ইসলামনগর, হিজুলী, ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমদহ ইউনিয়নের রাইপুর, চকশ্যামনগর, আমদহ, বন্দর, বামনপাড়া ও খন্দকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দারিয়াপুর ইউনিয়নের দারিয়াপুর সরকারি বালক ও বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরুন্দরপুর, খানপুর, মহিষনগর ও গৌরিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী, রামনগর, রামনগর দক্ষিণপাড়া, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। এ সকল কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, জেলা উপজেলা প্রশাসনসহ শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন অব্যাহত আছে।

সাদ আহাম্মদ

বাতাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড যৌথভাবে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া হবিগঞ্জ জেলার শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ করছে। এ প্রচেষ্টায় এসএমসি, পিটিএ, মা/অভিভাবক সভা করার ফলে কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে। ফলে ঝরে পড়া রোধ, উপস্থিতি নিশ্চিত ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত হয়েছে। ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে শিক্ষার উন্নয়ন করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় জনগণ। ফলে ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বাতাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ বিদ্যালয়ে দলীয় শিক্ষা পদ্ধতি অনুশীলন হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের বাগান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এসএমসি মিটিং, মা/অভিভাবক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, এলাকার জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য গাছের চারা প্রদান

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন যথা- গোপায়া, তেঘরিয়া, লস্করপুর, নিজামপুরে কাজ করে যাচ্ছে গণসাক্ষরতা অভিযান এবং এসেড হবিগঞ্জ। এই প্রত্যেকটি ইউনিয়নেই কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। নিজামপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। এদের একজন হলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজামপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ফুল এবং ফলদ গাছের চারা প্রদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই গাছগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করি, তবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

সিরাজগঞ্জে প্রত্যাশা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের পরিবর্তনের চিত্র

সিরাজগঞ্জ জেলায় দুইটি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসএমসি, পিটিএ, স্থানীয় জনগণ, শিক্ষা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের অধীনে ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক মা ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের ফলে মা ও অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতি বেড়েছে এবং ঝরে পড়া কমেছে। প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকরা আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে দলীয় কাজের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান করছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে। শিক্ষকদের পাশাপাশি এসএমসি, পিটিএ সদস্য ও অভিভাবকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ফলে স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে এলাকার ৮টি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ সম্প্রসারণ, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। শিক্ষকের সঙ্গে সমন্বয় করে এসএমসি ও পিটিএ সদস্য ও অভিভাবকরা ৩৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মনীষীর ছবি অঙ্কন, নীতিবাক্য লিখন ও ২৮টি বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফুলের বাগান তৈরি করেছে। ওয়াচ গ্রুপের

মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে

এলাকাধীন ৭৪টি বিদ্যালয়ে এখন নিয়মিতভাবে এসেম্বলি হচ্ছে। দুইটি উপজেলার চারটি ইউনিয়নে ওয়াচ কমিটি, এসএমসি ও পিটিএ কমিটির সদস্য ও অভিভাবকরা ইউনিয়ন শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন।

আরিফুল ইসলাম

স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে মঞ্চ তৈরি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টায় এসএমসি, মা/অভিভাবক, পিটিএ সভা করার ফলে কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে এবং ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। এর আগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল গাজীপুরের লতিফপুর সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় ও সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার বশিরুল হোসেন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শিত বিদ্যালয় অনুকরণে অনেক বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান, বৃক্ষরোপণ, মনীষীদের ছবি ঝুলানোসহ

শ্রেণিকক্ষের নামকরণ ও উপকরণ ব্যবহার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল কাজ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় নিজামপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধুলা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্থানীয় উদ্যোগে শহীদ মিনার তৈরি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ যৌথভাবে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া হবিগঞ্জ জেলার শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টায় এসএমসি, মা/অভিভাবক, পিটিএ সভা করার ফলে কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে এবং ঝরেপড়া রোধ হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে শিক্ষার উন্নয়ন করার জন্য বিদ্যালয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী অমিয় চক্রবর্তী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় রাধানন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও বৈদ্যেরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শহীদ মিনার তৈরি করে দেন। এই উদ্যোগের ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী মিজবাউল বারি লিটন পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তেতৈয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শহীদ মিনার তৈরি করে দেন। এর ফলে এ বিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। এতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, এলাকার জনগণ বিভিন্ন দিবস সুন্দরভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

নেত্রকোণায় প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সেরা' ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর ও পূর্বধলা উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও কমিউনিটি লিডারদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাবিধ ক্যাম্পেইন, সক্ষমতা উন্নয়ন, এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সার্ভে, মতবিনিময় সভা, ওরিয়েন্টেশন, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষামেলা, আদর্শ বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্যোগের ফলে ওয়াচ গ্রুপ এলাকা দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়ন এবং পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে নিম্নলিখিত অর্জন সাধিত হয়েছে:

- অংশীজনদের সচেতনতা ও দক্ষতা বেড়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বেড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি হচ্ছে

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার হচ্ছে।
- স্থানীয়ভাবে সমাধানযোগ্য সমস্যা নিরসনে স্থানীয় শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি এবং কমিউনিটি এগিয়ে আসছে।
- সর্বোপরি লেখাপড়ার মানের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগ ইতোমধ্যে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সমাদৃত হয়েছে এবং শিক্ষার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত কার্যক্রম জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করার সুপারিশ এসেছে।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

গাইবান্ধার গজারিয়া, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে ১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ সাজু মিয়া,

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে আলোচক, অতিথি ও অংশগ্রহণকারী

সদস্য আব্দুর রহমান আকুল, মোঃ জসিজল হক, মোছাঃ বেলী বেগম, মমতাজুল ইসলাম, কাতলামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল হুদা, বাড়াইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু সাইদ, ঝানঝাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ কুমার সরকার ও ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সবুজ পাঠান। এছাড়াও প্রতিটি বিদ্যালয়ের এসএমসি, পিটিএ সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে গজারিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। সব শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ১১ আগস্ট সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নে এবং ২০ আগস্ট ফুলছড়ি ইউনিয়নে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

নিউজলেটার 'প্রয়াস'-এর চাহিদা নিরুপণ ও পর্যালোচনা সভা

২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার যথাক্রমে গজারিয়া, ফুলছড়ি, মুক্তিনগর ও সাঘাটা ইউনিয়নের নিউজলেটার প্রয়াস-এর পাঠকদের চাহিদা নিরূপণ ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করা হয় :

- পত্রিকাটি আরো বড় আকারে প্রকাশ করা।
- সাধারণ জনগণের মধ্যে পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এ পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরা।
- পত্রিকায় কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকা।
- পত্রিকায় শিশুদের লেখা প্রকাশ করা।
- কৃতী শিক্ষার্থীর ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পত্রিকার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রতি মাসে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

আনছারুজ্জামান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা

২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় ৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, আপনারা অনেক কাজ করেছেন, অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন। আপনাদের সাফল্য অনেক। এই সাফল্য ধরে রাখতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা। এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জ, শিক্ষণীয় দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা এ কার্যক্রমের ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন বা অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ তুলে ধরেন:

অর্জনসমূহ

- সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিশ্চিত হয়েছে।
- ৯০% বিদ্যালয়ে ইউনিফর্ম নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে ফুলের ও সবজি বাগান তৈরি হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ নিশ্চিত হয়েছে ।
- সকল বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশু জরিপ ও ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে ।
- সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষের নামকরণ ও দেয়ালে মনীষীদের বাণী লেখা হয়েছে।
- বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন ও দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।
- নিয়মিত হোম ভিজিট ও ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে গেট নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ।
- স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে শ্রেণিকক্ষ তৈরি ও দেয়াল লিখন হয়েছে।
- স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে মাঠে মাটি ভরাট করা হয়েছে।
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
- ইউনিয়নে জরিপ ও তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয়।
- অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা চালু হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
- প্রায় সকল বিদ্যালয়ে এসএমসি সক্রিয় হয়েছে।
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে শিক্ষক ও এসএমসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি, ওয়াচ গ্রুপ ও অভিভাবকদের সঙ্গে যৌথ সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- ওয়াচ কমিটির এডভোকেসি ও লবিং-এর ফলে চলতি অর্থ বছরের ইউনিয়ন বাজেটে শিক্ষাখাত উন্নয়নে অধিক অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়েছে।

(শেষ পাতায় দেখুন)

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয় সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা

শিক্ষণীয় বিষয়

- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব।
- মডেল বিদ্যালয় তৈরিতে লার্নিং ভিজিট শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ ও জনপ্রতিনিধিদের উৎসাহিত করতে অনেক বেশি সহায়ক।
- অভিভাবক/মা সমাবেশ নিয়মিত করলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব।
- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।
- সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে অনেক কঠিন ও বেশি কাজ সহজে করা যায়।

চ্যালেঞ্জ

- PEDP 3-এর অধিকাংশ সুবিধা এখনো সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছায়নি (যেমন: SLIP, Mid-Day Meal)। এ কারণে যে সব বিদ্যালয়ে সুবিধা পৌঁছেছে তাদের সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনা করা কঠিন।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থী অনুপাতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। সেখানে আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করা কঠিন।
- নদীভাঙন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ, যা এ কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
- বছর শেষে সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের চাপ থাকা।
- শিক্ষক ও এসএমসি প্রশিক্ষণে যাতায়াত ভাতা না থাকা।
- শতভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি না পাওয়া।
- শিক্ষার্থীদের অন্যত্র চলে চলে যাওয়া।
- কমিউনিটির লোকজন সরকারি বিদ্যালয়ে নিজেদের অর্থ দিয়ে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে।
- শিশুশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা।
- বাল্যবিবাহের প্রচলন পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারা।
- বহুবিবাহ ও স্বামীপরিত্যক্ত তথা বিচ্ছিন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি।
- রাজনৈতিক কারণে কমিটি গঠন, ক্ষমতা অপব্যবহার, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।
- স্লিপ এলাকায় স্লিপের অর্থ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন ও উপবৃত্তির অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়া।
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনাগ্রহ।

আশিক ইকবাল

কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে দলীয় শিখন পদ্ধতি

শ্রেণিকক্ষে দলীয় পদ্ধতিতে পাঠ অনুশীলন চলছে

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকা নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এখন উপজেলার প্রথম সারির বিদ্যালয়। দুই বছর আগের তুলনায় বিদ্যালয়টি এখন সকল দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন কামাল একজন উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শ শিক্ষক। তিনি উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের একজন সক্রিয় ও অন্যতম সদস্য। সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি ও তার সহকারী শিক্ষকরা এবং এসএমসি'র সভাপতিসহ অন্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের পর থেকে অত্র বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে নিয়মিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় এসেম্বলি ও দলীয় পদ্ধতিতে পাঠদান। ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছে এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগিয়া ইউনিয়নে কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন কামালের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এসেম্বলি। চিত্তাকর্ষক দৃশ্য উপভোগ করছেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আতিকুর রহমান।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org